দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

021

শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের — বয়সের সামঞ্জস্য বিধান

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়সের একটি সামঞ্জস্য বিধান করা বিশেষ প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকদের পুরাপুরি অবসর গ্রহণের বয়স অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৬৫ বছর। এ দিকে অন্যান্য বিভাগের সরকারী কর্মচারীদের সাথে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ৫৭ বছরে অবসর নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অথচ যথোপযুক্তরূপে এবং সার্থকতার সাথে উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই বিভিন্ন সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজেও অভিজ্ঞ ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন প্রবীণ শিক্ষকের বিদ্যমানতা একান্ত অপরিহার্য। একজন সরকারী কর্মচারী স্নাতক ডিগ্রী নিয়ে বি,সি, এস, পাশ করে গেজেটেড অফিসার হতে পারেন। পক্ষান্তরে কলেজ শিক্ষককে অধ্যাপনায় প্রবেশ করতে হলে সর্বনিম্ন দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রাপ্ত মাষ্টারস ডিগ্রীধারী হতেই হবে। তাছাড়া বর্তমানে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেশন জট ও বিভিন্ন অসুবিধার উল্লেখিত ডিগ্রী পেতে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত বেশ কয়েক বছর লেগে যায়। শিক্ষকদের চেয়ে অপরাপর বিভাগের সরকারী কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা বেশী। শিক্ষকরা অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর মতো কোন অর্জিত ছুটি এবং তার আনুষংগিক সুবিধাদি পাননা ও তাদের চাকরি জীবনে টি, এ/ডি,এ'র কোন সুবিধা নেই। পবিত্র শিক্ষকতাব্রত যথাযথভাবে পালন করে একজন শিক্ষকের পক্ষে নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্বাহ করা নিতান্তই কষ্টসাধ্য। প্রায়শঃ দেখা যায়, অবসর নেয়ার সময় অনেক সরকারী-কলেজ-শিক্ষকেরই বাস করার মতো নিজস্ব কোন বাড়ী থাকে না। স্বল্প পেনশনে পরিবার প্রতিপালন করতে গিয়ে অনেকেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নতুন করে কাজ সংগ্রহ করার জন্য অফিসে/প্রতিষ্ঠানে ধর্ণা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে শুকনো মুখে ঘরে ফেরেন। দুশ্চিন্তায় মারাত্মক রোগের শিকার হয়ে একদল নাবালক ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে অকূলে ভাসিয়ে অকালে প্রাণ ত্যাগ করেন।

সরকারী কলেজের অকালে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষককুলকে রক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মতো তাদের (সরকারী কলেজ শিক্ষকদের) অবসর নেয়ার বয়স ৬৫ বছর নির্ধারিত করার জন্য সদাশয় সরকার অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসবেন সংশ্লিষ্ট সকলের এটি প্রার্থনা।

এম, এ সামাদ
চুয়াডাঙ্গা।